০২-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -নিজের সত্যকার চার্ট রাখলে অবস্থা উন্নত হবে , চার্ট রাখলে কল্যাণ হতে থাকবে"

প্রশ্নঃ - কোন স্মৃতি পুরানো দুনিয়া থেকে সহজেই পাড়ে পৌঁছে দেয় ?

উত্তরঃ - যদি এই স্মৃতি থাকে , আমরা কল্প -কল্প বাবার থেকে বেহদের বরসা নিই অর্থাত্ বিশ্বের মালিকানা প্রাপ্ত করি । এখন নতুন করে আবার শিববাবার আশ্রয় নিয়েছি - স্বর্গ রাজ্যের অধিকার নিতে । বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন , আর আমরা সত্যকার ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছি । শিববাবা আমাদের গীতা শুনাচ্ছেন । এই সকল স্মৃতি পুরানো দুনিয়া থেকে কিনারায় নিয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখানে বসেছ শিববাবার স্মরণে , তোমরা তো জেনেছ তিনি আমাদের আবার নতুনভাবে সুখধামের মালিক বানিয়ে তুলছেন । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সারা জ্ঞান ভরপুর থাকায় অন্তর্মনে কত খুশিই থাকা উচিত্ , এখানে বসে বাচ্চাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডার মিলে যায় । অনেকপ্রকার কলেজে , ইউনিভার্সিটিতে কারও বুদ্ধিতে এই কথা থাকেনা । তোমরাই কেবল জানো , বাবা আমাদের স্বর্গের মলিক বানাচ্ছেন । এই খুশি তো থাকা উচিত্ । এই সময় অন্য সবদিক থেকে চিন্তা-ভাবনা সরিয়ে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । সুখ আর শান্তির বর্সা আমরা কল্পে-কল্পে প্রাপ্ত করি । মানুষ তো কিছু জানেনা । কল্প পূর্বেও বহু মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে কুম্ভকর্ণের ঘুমে থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল । আবারও এইরকমই হবে । বাচ্চারা বুঝতে পারে বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন বা আমরা বাবার ধর্ম ধারণ করেছি । যা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছে। এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি । আমরা সত্যকার গীতার জ্ঞান আহরণ করছি । বাবার থেকে আমরা আবার নতুন করে রাজযোগ আর জ্ঞান -বল দ্বারা বর্সা প্রাপ্ত করছি । এমন-এমন ভাবনা-চিন্তা অন্তর্মনে আসা তো উচিত্ ! বাবাও এসে খুশির কথা বলে থাকেন । বাবা জানেন , বাচ্চারা কামচিতায় বসে কালো ভস্মীভূত হয়েছে এইজন্য তাঁকে অমরলোক থেকে মৃত্যুলোকে আসতে হয় । তোমরা আবার বলো আমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোক যাই । বাবা বলেন - আমি মৃত্যুলোকে যাই যেখানে সকলের মৃত্যু হয়ে গেছে , তাদেরই আবার মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে নিয়ে যাই । শাস্ত্রে সব উদ্ভট কথা লিখে দেয় । উঁনি সর্বশক্তিমান , যা চান তাই করতে পারেন । কিন্তু বাচ্চারা জানে , তাঁকে আহ্বান করা হয় - হে পতিত পাবন বাবা এসো , এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে গড়ে তোল । দুঃখ হরণ করে সুখ দাও , এতে জাদুর কোনও কথা নেই । বাবা আসেনই কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে । তোমরা জেনেছ আমরাই সুখধামের দেবতা ছিলাম । প্রত্যেককে সতো প্রধান থেকে তমঃপ্রধান অবস্থায় আসতেই হয় । বাচ্চাদের তো এখানে বসার অধিক আনন্দ হওয়া উচিত্ ! স্মৃতিও আসা উচিত্ । জগতশুদ্ধ সকলে বাবাকেই স্মরণ করে । হে মুক্তিদাতা , পথ-প্রদর্শক , হে পতিত-পাবন এসো । তখনই ডাকে যখন তারা রাবণ রাজ্যের বাসিন্দা ! সত্যযুগে কি আর ডাকে! এই কথা খুব সহজেই বোধগম্য হয় । এইসব কে শুনিয়েছে ? বাবারও মহিমা করা হবে আবার টিচার , সদ্গুরুর মহিমাও করা হবে - তিন-ই এক । এসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । ইঁনি বাবা , সদ্গুরু , টিচারও । সৃষ্টিচক্রে শিববাবার ভূমিকাই হল পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তোলা । পতিত অবশ্যই দুঃখী থাকে । সতোপ্রধান সুখী আর তমঃপ্রধান দুঃখী হয় । এই দেবতাদের স্বভাব সতোগুণে

ভরপুর । এখানে মানুষের কলিযুগিয় তমঃগুণী স্বভাব । তবে বাকি মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে ভালো বা মন্দ হয় । সত্যযুগে কখনও এমন বলা হবেনা যে , এইটা খারাপ । এইটা এরকম ! ওখানে খারাপ কোনও লক্ষণ হয়ই না । তাঁরা হনই দৈবী সম্প্রদায় । তবে , সাহুকার আর গরীব হতে পারে । কিন্তু বাকি ভালো বা খারাপ গুণের কিছু একসাথে সেখানে থাকেনা , কেননা সেখানে সবাই সুখীই থাকে । দুঃখের লেশমাত্র নেই , নামই সুখধাম । সেইজন্য বাচ্চাদের বাবার থেকে পুরো বরসা নেওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত্ । নিজের চিত্র আর লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও রাখতে পারো । বলবে , কেউ তো হবে যে এঁদের শিখিয়েছিল ! এই-ই হলো ভগবানুবাচঃ । ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই । তিনি এসে শরীর ধার করেন । গায়নও আছে- ভগীরথ অর্থাত্ ভগবানের রথ, তবে তো রথের ওপরে অবশ্যই শিববাবা বিরাজমান । ষাঁড়ের ওপরে চড়ে কি আসবেন ! শিব আর শংকরকে একসাথে করে দিয়েছে, তাই ষাঁড় দেখানো হয় । এবারে বাবা বলছেন - তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত্ এই ভেবে যে , আমরা বাবার হয়েছি । বাবাও বলেন - বাচ্চারা , তোমরা আমার । বাবার , পদ পাওয়ার খুশি হয়না । টিচার তো টিচারই , তাঁকে পড়াতে হয় । বাবা বলেন , বাচ্চারা ! আমি সুখের সাগর , তোমাদের এখন অতীন্দ্রিয় সুখের আভাস হচ্ছে , যখন থেকে আমি তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছি । অ্যাডপশন তো নানাপ্রকারে হয় । পুরুষ কুমারী- কন্যাকে অ্যাডপ্ট করছে । সে-ও বুঝে যায় এই আমার স্বামী , তোমরা এখন বুঝেছ শিববাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন । এই কথা দুনিয়ার লোকেরা বোঝেনা । তাদের অ্যাডপশন হলো একে অপরের কাম আসক্তিকে চরিতার্থ করতে । তোমরা এটা বুঝে নাও রাজা যখন বাচ্চাকে দত্তক নেয় তখন তা' সুখের জন্য , কিন্তু সে-সুখ স্বল্পকালের । সন্ন্যাসীরাও তো অ্যাডপ্ট করে । একজন বলবে উনি আমাদের গুরু আবার অপরজন বলবে ওরা আমার অনুগামী । কতরকম অ্যাডপশন । বাবা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন । তাদের সুখ তো দেন কিন্তু বাচ্চারা বিবাহ করায় যেন দুঃখের বর্সা নিয়ে নেয় । গুরুর অ্যাডপশন কত ভালো ! এই অ্যাডপশন তো ঈশ্বরের , আত্মাদের নিজের করে নেওয়ার । তোমরা বাচ্চারা সকলের অ্যাডপশন দেখে নিয়েছ ! সন্ন্যাসীদের হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গেয়ে বেড়ায় - হে পতিত-পাবন এসো , এসে আমাদের নিজের বানিয়ে পবিত্র করে তোল । সকলেই ভাই -ভাই । তবে শিববাবা যখন আপন করে নেন । বলে , বাবা আমরা দুঃখী হয়েছি । রাবণ রাজ্যেরও অর্থ বুঝতে পারেনা । কুশপুত্তলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকো যেরকম কেউ দুঃখ দিলে মনে করে এর ওপর কেস চালানো উচিত্ । কিন্তু এরা কবে থেকে পরস্পর শত্রু হয়েছে ? শেষ পর্যন্ত এই শত্রুর বিনাশ হবে কি হবেনা ? এই শত্রুর খোঁজখবর তোমরাই জানো , এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমাদের অ্যাডপ্ট করা হয় । তোমরা বাচ্চারা এও জানতে পেরেছ , বিনাশ হবেই , অ্যাটমিক বম্ব সবই বানানো আছে । এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা বেরোয় । তোমরা এখন জেনেছ রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তারপর নতুন সৃষ্টিতে রাজত্ব করতে হবে । বাকি সবই পুতুল খেলা । রাবণের পুতুল তো অনেক খরচ সাপেক্ষ । মানুষ অনেক পয়সা অনর্থক নষ্ট করে ফেলে । রাত দিনের মতো কত ফারাক হয়ে যায় ! ওরা পথে পথে ঘোরে , দুঃখী হয় , দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খায় আর আমরা এখন শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী , সত্যযুগিয় স্বরাজ্য লাভ করি । শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ স্থাপনের কারিগর শিববাবা আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা , বিশ্বের মালিক হওয়ার উপযুক্ত করে তুলছেন । শ্রী শ্রী শিববাবা আমাদের শ্রী তৈরী করেন । শ্রী শ্রী এক-কেই বলা হয়ে থাকে । দেবতাদের শ্রী বলা হয় কেননা তাঁরা তো পুনর্জন্মে আসেন । বাস্তবে শ্রী বিকারযুক্ত রাজাদেরও বলা যায়না । তোমাদের এখন বিশালবুদ্ধি হওয়া উচিত্ । তোমরা জেনেছ আমরা এই পড়ার মাধ্যমেই দ্বিমুকুটধারী হয়ে উঠি । আমরাই ডাবল সিরতাজ ছিলাম , এখন সিঙ্গল তাজও নেই । পতিত যে হয়েছি ! লাইটের তাজ এখানে কাউকে লাগানো যাবেনা । এই চিত্রে ,

যেখানে তুমি তপস্যাতে বসে আছ সেখানে লাইটের তাজ দেওয়া ঠিক নয় । ভবিষ্যতে তোমাদের দ্বি-মুকুটধারী তৈরী হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ আমরা বাবার কাছে দ্বিমুকুটধারী মহারাজা-মহারাণী হওয়ার জন্য এসেছি । এই খুশি হওয়া উচিত্ । শিববাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে , এর মধ্যে কোনও কষ্টের কথা নেই । এখানে তোমরা সব স্টুডেন্ট বসে আছ । ওখানে বাইরের দুনিয়ায় মিত্র-সম্বন্ধীদের কাছে যাওয়ায় স্টুডেন্ট লাইফ ভুলে যাও । আর তারপরে মিত্র-সম্বন্ধী স্মরণে এসে যায় । মায়ার জোর অতি প্রবল ! হস্টেলে থেকে পড়া ভালো । বাইরে আসা-যাওয়ায় সঙ্গদোষে খারাপ হয় । এখান থেকে বাইরে যায় আর তারপর স্টুডেন্ট লাইফ-এর নেশা গুম হয়ে যায় । শিক্ষিকা অর্থাত্ পাঠ পড়ানোর ব্রাহ্মণীদেরও ওখানে বাইরের প্রতি এত নেশা থাকেনা , যত এখানে থাকে । হেড অফিস , এখানে , মধুবনে । স্টুডেন্ট টিচারের সম্মুখে থাকে । গোরখধান্দা কেউ করেনা অর্থাত্ অন্নবস্ত্রের কারনে এখানে কারও কাজকর্ম ব্যবসা করেনা । রাত - দিনের ফারাক হয়ে যায় । কেউ তো সারাদিনে শিববাবাকে স্মরণও করেনা । শিববাবার সহায়ক হয়েও উঠতে পারেনা । শিববাবার বাচ্চা হয়েছ , তবে সার্ভিস করো । যদি সেবা না করে তবে ধরে নিতে হবে সেই বাচ্চা কুপুত্র । বাবা তো বুঝতেই পারেন । এঁনার কর্তব্য বলা - আমাকে স্মরণ করো। অনুসরণ করলে অনেক-অনেক কল্যাণ হয় । বিকারি সম্বন্ধ তো ভ্রষ্টাচারী । তাদের ত্যাগ করতে থাকো , তাদের সঙ্গে রেখোনা । বাবা তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন , কিন্তু কারও ভাগ্যে না থাকলে সে কি বুঝবে ! বাবা বলেছেন চার্ট রাখতে , এতেও অনেক কল্যাণ হবে । খুব চেষ্টা করে হয়তো কয়েক ঘন্টাই স্মরণ করে । ৮ ঘন্টা অবধি তো স্মরণে থাকতে হবে ! কর্মযোগী হয়েছ তো ! কারও - কারও উত্সাহ হলে মাঝে মধ্যে চার্ট রাখে । এতো ভালো । বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই লাভবান হবে । গীত গাওয়া হয়েছে - অন্তকালে যে হরিকে স্মরণ করবে . . . বল-বল-এর অর্থ কি ? যে যথার্থভাবে স্মরণ করেনা , তাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে বোঝা জমেছে , তা' বল -বল অর্থাত্ বারবার জন্মের চক্রে এনে সাক্ষাত্কার করিয়ে তারপরে সাজা দেয় । উদাহরণ স্বরূপ কাশীতে যখন মানুষ আত্মাহূতি দিত, সাথে সাথেই পাপের সাক্ষাত্কার হত আর তখন বুঝতে পারত আমি পাপের শাস্তি ভোগ করছি । কিন্তু এখানে সব শেষ হয়না , কর্মের অনেক ভোগ সহ্য করে যেতে হয় । বাবার সেবায় বাধা উত্পন্ন ক'রে বাবার সেবা যে বিঘ্নিত করবে , সে সাজার উপযুক্ত । যাঁর রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজ । বাবা বলেন - নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো কেননা বাবার স্মরণেই তোমরা পবিত্র হবে । তা না হলে হবে না । বাবা প্রতিজ্ঞা করান , করা না করা তোমাদের মর্জি । যেমন করবে তেমন পাবে । অনেক আছে যারা প্রতিজ্ঞা করেও খারাপ কাজ করতে থাকে । ভক্তিমার্গে গাইতে থাকে - আমার তো এক তুমি আছ , দ্বিতীয় কেউ নয় । তবে গানের সেই কথা বুদ্ধিতে এখন এসেছে , কেন আত্মা এইভাবে গেয়েছে ! সারাদিন গাইছে আমার তো এক গিরিধর গোপাল . . . এখানে তো সঙ্গমে বাবা আসেন তারপর নিজের ঘরে নিয়ে যান , আর কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্যে তো তোমরা পড়ছ ! রাজপরিবারের কলেজ আছে যেখানে রাজকুমার-কুমারীরা পড়ে । সে তো গেল লৌকিক জগতের (হদের) কথা । কখনও অসুখ করে , কখনও মৃত্যু হয় । এখানে তো পড়ছ রাজকুমার - রাজকুমারী হওয়ার জন্যে ; গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি । রাজযোগের পাঠ ! তোমরা নর থেকে নারায়ণ তৈরী হচ্ছ । তোমরা বাবার থেকে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে সত্যযুগে রাজকুমার - রাজকুমারী হও । বাবা কত মজার কথা সামনে বসে শুনাচ্ছেন । স্মরণ তো থাকা উচিত্ ! কেউ যদি এখান থেকে বেরিয়ে যায় তবে সে পুরনো দুনিয়ার পাকচক্রের আবর্তে গিয়ে পড়ে । বাবাকে স্মরণও করে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুসারে । যে অধিক স্মরণ করছে সে অন্যকেও স্মরণ করাবে । বুদ্ধিতে এই কথা সর্বদা রাখতে হবে কিভাবে অনেকের কল্যাণ করা যাবে । বাইরে প্রজার দাস-দাসী এখানে

আবার রাজার দাস-দাসী হবে । পশ্চাতে সব সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । তোমরা অনুভবও করবে যে প্রথম থেকে আমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করিনি , বহু চমৎকার -এর সাক্ষাত্কার হবে । যে সঠিকভাবে পড়বে সে-ই নবাব হবে । বাবা কত বলে যাচ্ছেন - সেন্টারের প্রদর্শনী হচ্ছে , তখন বাচ্চাদের শিখিয়ে উপযুক্ত করো । তবে বাবা বুঝবেন বি. কে. সার্ভিস করতে জানে । সার্ভিস করলে উঁচু পদ পাবে , এইজন্য বাবা প্রদর্শনী বানানোর জন্যে জোর দিচ্ছেন । এইসব চিত্র বানানো তো একেবারে কমন ব্যপার । সাহস করে প্রদর্শনীর চিত্র তৈরী করাতে সহায়তা করা উচিত্ তবে বাচ্চাদের বোঝানো সহজ হবে । বাবা বোঝেন - টিচার , ম্যানেজার সব ঢিলা । কোনো কোনো ব্রাহ্মণী ম্যনেজার হলে তার দেহ-অভিমান এসে যায় । নিজেকে সবজান্তা মনে করে ! মনে করে আমিই ঠিকভাবে চলছি , কিন্তু অন্যদের জিজ্ঞেস করলে বিরুদ্ধে তারা দশটা কথা বলে দেবে । মায়া বড় ঘুরপাক খাওয়ায় । বাচ্চাদের তো সার্ভিস এবং আরও সার্ভিসে থাকা উচিত্ । বাবা দয়াময় , দুঃখহর্তা-সুখকর্তা , তবে বাচ্চাদেরও তো বাবার মতন হতে হবে , শুধুমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তবে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে পারবে । কত সহজ ! বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে তোমরা শান্তিধাম ,সুখধামে পৌঁছে যাবে । নিশ্চয় থাকলে একেবারে লিখিয়ে নেওয়া উচিত্ । লেখেও চিরকাল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শিববাবার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে , তাহলে তো বুঝবে এমন বাবারই তো হয়ে যাওয়া অবশ্যই উচিত্ । বাবার কাছে আশ্রয় নিতেই হয় । তোমরা বাবাকে অবলম্বন করেছ অর্থাত্ তাঁর কোলে আশ্রয় নিয়েছ । আচ্ছা ।
মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সমান দয়াশীল , দুঃখহর্তা - সুখকর্তা হতে হবে ।
২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে । এক বাবাকেই অনুসরণ করতে হবে । অনেকের কল্যাণে সেবা করতে হবে । কখনও অহঙ্কারে নিজেকে মিয়া-মিটঠু অর্থাত্ সবজান্তা যেন ভেবো না ।

বরদানঃ- .কর্মের দ্বারা গুণের দান দিতে সমর্থ ডবল লাইট ফরিস্তা মূর্ত ভব
যে বাচ্চা কর্মনা দ্বারা গুণ দান করে তাঁর চলন এবং চেহারা উভয়ই ফরিস্তার মতো প্রতিভাত হয়। তিনি ডবল লাইট অর্থাত্ প্রকাশময় আর হাল্কা ভাবের অনুভূতি করেন । তাঁর কোনওরকম বোঝা বা ভারের অনুভবও হয়না । প্রত্যেক কর্মে সহায়তার উপলব্ধি হয় । যেন কোনও শক্তি চালিয়ে নিয়ে চলেছে । প্রত্যেক কর্ম দ্বারা মহাদানী হওয়ার কারণে সকলের আশীর্বাদ বা সকলের বরদানের প্রাপ্তি অনুভব হয় ।

স্লোগান:- সেবায় সফলতার নক্ষত্র হও , দুর্বলতার নয় ।